দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 12. SEP. 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৪ ...

বাউফলে সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষককে দেওয়া হচ্ছে সরকারি বেতন-ভাতা

বাউফল প্রতিনিধি ●

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মো. নুরুজ্জামান মহিবুল্লাহ স্ত্রী হত্যার দায়ে ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে কারাগারে আছে। অথচ তাকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসী শিরিন সাংবাদিকদের বলেন, ওই শিক্ষকের সাজা হওয়ার বিষয়টি তারা জানেন না। অপর দিকে মামলার বাদী গোলাম মোস্তফা অভিযোগ করেছেন, মামলার রায়ের কপি প্রধান শিক্ষককে সরবরাহ করা হয়েছে। অথচ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে একজন খুনিকে নিয়মিত বেতনসহ অন্যান্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, চলতি বছরের ১২ মে স্ত্রী হত্যার দায়ে শিক্ষক মহিবুল্লাহকে পটুয়াখালী সেশন জজ আদালতের বিচারিক হাকিম আবুল কাসেম মো. মোস্তফা ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা; অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেন। এরপরও ওই শিক্ষককে বরখাস্ত না করে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট রূপালী ব্যাংক সূত্র এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী কোনো শিক্ষক কিংবা কর্মচারী কোনো মামলায় কারাভোগ করলে সাময়িক বরখাস্ত ও সাজাপ্রাপ্ত হলে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি বরখাস্ত করে আরপিটিশন বোর্ডে পাঠাবে।

মামলার এজাহার ও অভিযোগপত্র সূত্রে আরও জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাতে মহিবুল্লাহ তার স্ত্রী শারমিন আক্তার দোলাকে (২০) শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বিছানায় ফেলে রাখে। পরদিন ৩০ ডিসেম্বর সকালে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে এবং স্বামী মহিবুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় ওই মাসেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে। হত্যার ঘটনায় ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি দোলার বাবা গোলাম মোস্তফা বাদী হয়ে পটুয়াখালী আদালতে মহিবুল্লাহ ও তার পিতা নূর মোহম্মদ এবং ভগ্নিপতি মো. আবুল বশার মুন্সিকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। আদালত বাউফল থানার ওসিকে এজাহার নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। লাশের ময়নাতদন্তে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রতিবেদন পাওয়ার পর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক মো. আবুল হোসেন তদন্ত করে ২০১৪ সালের ১০ জুন এজাহারে উল্লেখ তিন আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আদালত অভিযোগপত্র গ্রহণ করে ১২ জনের সাক্ষ্য নেওয়ার পর গত ১২ মে দুই আসামিকে বেকসুর খালাস ও প্রধান আসামি মহিবুল্লাহকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা; অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেন। বর্তমানে মহিবুল্লাহ কারাগারে আছে।